জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিন

১১শ বর্ষ | ৩য় সংখ্যা | সেপ্টেম্বর ২০২৪

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা
মুহঃ ফজলুর রহমান
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
জনতা ব্যাংক পিএলসি.

উপদেষ্টামণ্ডলী
পরিচালকবৃন্দ
অজিত কুমার পাল, এফসিএ, কে. এম. সামছুল আলম,
মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ, বদরে মুনির ফেরদৌস,
ড. মোঃ মহিউদ্দিন ও ড. মোঃ আব্দুস সবুর

প্রধান সম্পাদক
মোঃ মজিবর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী
উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ
মোঃ গোলাম মরতুজা, মোঃ ফয়েজ আলম ও
মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও)

নির্বাহী সম্পাদক
আরিফ আহমেদ
মহাব্যবস্থাপক
রিসার্চ অ্যান্ড প্ল্যানিং ডিভিশন

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ
রুবেল আহমেদ, ডিজিএম
উষাতন চাকমা, পিও
রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট

সম্পাদকীয়

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ সকল ছাত্র-জনতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ।

রক্তাক্ত এ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমরা এখন এক নতুন বাংলাদেশে। শোষণ আর বৈষম্যের বিরুদ্ধে তারুণ্যের সৃষ্ট গণজোয়ারে ফ্যাসিবাদের বিদায়ের পর রাষ্ট্রীয় কাঠামো সংস্কার এখন বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

বিগত সরকারের আমলে সুশাসনের অভাব, বিশৃঙ্খলা ও চরম অব্যবস্থাপনার কারণে এ সময়ে ব্যাংকিং খাত সবচেয়ে নাজুক অবস্থানে রয়েছে। বর্তমানে অসহনীয় মাত্রার খেলাপি ঋণে জর্জরিত এ খাতে বিরাজ করছে ব্যাপক তারল্য সংকট। বেশকিছু ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাধ্যতামূলক তারল্য সঞ্চিতি রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। অন্যান্য ব্যাংকের মতো এসবের প্রভাব জনতা ব্যাংক পিএলসিতেও পড়েছে।

এ মুহূর্তে খেলাপি ঋণ আদায়ের পাশাপাশি লো কস্ট ও নো কস্ট আমানত বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি ও প্রযুক্তিগত আর্থিক পরিষেবার পরিধি বাড়ানোও এখন সময়ের দাবি। গ্রাহকের আস্থা ফিরিয়ে এনে জনতা ব্যাংকের চিরচেনা ঐতিহ্যে গ্রাহকসন্তুষ্টি বিধান প্রতিটি নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারীর ঐকান্তিক দায়িত্ব।

জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদে সদ্য যোগদানকৃত চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান মহোদয়ের বিজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে ব্যাংকের এসব সমস্যা সমাধানকল্পে ইতোমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দক্ষ পরিচালনা পর্ষদের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত, অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঠিক দিকনির্দেশনায় এবং বিশাল কর্মীবাহিনীর অক্লান্ত চেষ্টায় সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে শীঘ্রই জনতা ব্যাংক পিএলসির সমস্ত সূচকের ক্রমোন্নতি দৃশ্যমান হবে এমনটাই সবার প্রত্যাশা।

জনতা ব্যাংক পিএলসির অব্যাহত অগ্রগতি সফল হোক।

জনতা ব্যাংক পিএলসি.
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

মুহঃ ফজলুর রহমান জনতা ব্যাংক পিএলসির নতুন চেয়ারম্যান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব (সিএসপি ১৯৭০) মুহঃ ফজলুর রহমান ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে রাষ্ট্রমালিকানাধীন জনতা ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেছেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক ২৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী জনতা ব্যাংকে যোগদানের তারিখ থেকে আগামী ৩ বছরের জন্য তিনি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

মুহঃ ফজলুর রহমান ১৯৬০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা বোর্ড থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত আইএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। উভয় ক্ষেত্রে তিনি মেধাবৃত্তি অর্জন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ সালে পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক এবং ১৯৬৬ সালে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া সরকারি চাকুরির মধ্যমেয়াদে তিনি ১৯৮২ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর (এমপিএ) ডিগ্রি অর্জন করেন।

মুহঃ ফজলুর রহমান পাকিস্তান আণবিক শক্তি সংস্থা, ঢাকা ও রাওয়ালপিণ্ডিতে ৩ বছরের বেশি সময় (১৯৬৭-৭০) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। অতঃপর ১৯৭০ সালে সিএসপি কর্মকর্তা হিসেবে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন।

দীর্ঘ চাকুরিজীবনে (১৯৭০-২০০৩) তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা বিভাগের সচিব হিসেবে (১৯৯৬-২০০৩) দায়িত্ব পালন করেন। এর পূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এবং রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যুগ্মসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৬-১৯৭৯ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম এবং শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের একান্ত সচিব ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে এমপিএ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের পূর্বে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত তিনি বৃহত্তর যশোরের ডেপুটি কমিশনার হিসেবে কাজ করেন। তা ছাড়া তিনি বৃহত্তর ঢাকা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁও-এর মহকুমা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মুহঃ ফজলুর রহমান বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেছেন। তিনি ২০০৩ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত অগ্রণী ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস-এর প্রধান জাতীয় কমিশনার (CNC) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। এছাড়া ২০১৫ সাল থেকে তিনি পুণ্ড্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মুহঃ ফজলুর রহমান ১৯৪৬ সালে বর্তমান জয়পুরহাট জেলার মল্লিকপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সফের উদ্দিন মণ্ডল এবং মাতার নাম জোবেদা খাতুন। তাঁর স্ত্রী অধ্যাপক আয়েশা শিরীন রহমান তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের সর্বশেষ অধ্যক্ষ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রকল্প পরিচালক ও উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের ২ পুত্র ও ১ কন্যা সন্তান রয়েছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জনতা ব্যাংক পিএলসির আর্থিক সহায়তা প্রদান

বন্যার্তদের সহযোগিতায় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে জনতা ব্যাংক পিএলসির সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ১ দিনের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি ফেনী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে এ অর্থ প্রদান করা হয়। ব্যাংকের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আব্দুল জব্বার এ প্রসঙ্গে বলেন, "দেশের এই দুর্যোগে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়িয়েছি। দেশের প্রয়োজনে আর্তমানবতার সেবায় জনতা ব্যাংক সর্বদা জনগণের পাশে থেকে কাজ করে যাবে।"

খুলনা অঞ্চলে বন্যার্তদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

জনতা ব্যাংক পিএলসি, খুলনা অঞ্চলের উদ্যোগে সম্প্রতি খুলনার পাইকগাছা উপজেলাধীন জেলুটি ইউনিয়নের কালিনগর, দারুল মল্লিক, হরিণখোলা, দুর্গাপুর ও বিগরদানাতে বন্যার্তদের সাহায্যার্থে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন জনতা ব্যাংক পিএলসি. এরিয়া অফিস, খুলনার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোঃ জাকির হোসেন। উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক পিএলসি, খুলনা কর্পোরেট শাখার এজিএম (ইনচার্জ) মোঃ মেহেদী হাসান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন খুলনা এরিয়ার শাখাব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

ময়মনসিংহে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা

জনতা ব্যাংক পিএলসি. এরিয়া অফিস, ময়মনসিংহের উদ্যোগে ময়মনসিংহ জেলায় কর্মরত নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিজস্ব অর্থায়নে হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া উপজেলায় সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ধোবাউড়া, মুন্সিরহাট ও হালুয়াঘাট শাখায় নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। ধোবাউড়া উপজেলার পোড়াকান্দুলিয়া ইউনিয়নে বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৫৩ জন, মুন্সিরহাট এলাকার বাঘবেড় ইউনিয়নে ২৩ জন ও হালুয়াঘাট উপজেলায় ২৩ জনসহ সর্বমোট ৯৯ জন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে এ সহায়তা প্রদান করা হয়। এ সময় জনতা ব্যাংক পিএলসি, এরিয়া অফিস, ময়মনসিংহের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ জাহিদুল আলম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ শাখাওয়াত হুসেন ছিদ্দিকীসহ এরিয়া অফিসের আওতাধীন শাখাব্যবস্থাপকগণ ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল ও ফরিদপুরে শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন

জনতা ব্যাংক পিএলসির বরিশাল ও ফরিদপুর বিভাগীয় শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন ১৩ জুলাই ২০২৪ তারিখে মাদারীপুরের হর্টিকালচার সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ব্যাংকের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আব্দুল জব্বার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বরিশাল ও ফরিদপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ ফয়েজ আলম, মোঃ নুরুল ইসলাম মজুমদার ও মোঃ নুরুল আলম, এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও) এবং এসএএমডি'র জিএম রুহিয়া আখতার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমডি মোঃ আব্দুল জব্বার ব্যাংকের সকল সূচকের শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উপস্থিত শাখাব্যবস্থাপকদের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি, স্বল্প সুদে আমানত সংগ্রহ, ফরেন রেমিট্যান্স বৃদ্ধি, শ্রেণিকৃত ঋণ আদায়, অবলোপনকৃত ঋণ হ্রাস এবং গ্রাহকসেবার মানোন্নয়নের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। বরিশাল ও ফরিদপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন এরিয়া ও শাখাপ্রধানগণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

জনতা ব্যাংকে ব্যবসায় অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা-২০২৪

জনতা ব্যাংক পিএলসি, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তরের আওতাধীন এরিয়া প্রধান ও কর্পোরেট-১ শাখাপ্রধানগণের অংশগ্রহণে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বিভাগীয় কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে 'ব্যবসায় অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা-২০২৪' অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তরের মহাব্যবস্থাপক মোঃ একরামুল হক আকন। এছাড়া বিভাগীয় কার্যালয়ের অন্যান্য নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলবাড়িয়া বাজার শাখায় গ্রাহক সমাবেশ

'আর্থিক সুরক্ষার লক্ষ্যে গড়ে তুলি সচেতনতা' এ শ্লোগান নিয়ে ১০ জুলাই ২০২৪ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসি, মঙ্গলবাড়িয়া বাজার শাখা, কুষ্টিয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি অ্যান্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে গ্রাহক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক পিএলসি. এরিয়া অফিস, কুষ্টিয়ার ডিজিএম মোঃ জাকির হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন এরিয়া অফিস, কুষ্টিয়ার এজিএম শাহানারা খাতুন। এ সময় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ মতিউর রহমানসহ ব্যাংকের সম্মানিত গ্রাহকগণ ও ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আমরা শোকাহত

মেশকাত আহমেদ চৌধুরী
(১৯৬০-২০২৪)

মেশকাত আহমেদ চৌধুরীর মৃত্যুতে জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের শোক প্রকাশ

জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ও সাবেক যুগ্মসচিব মেশকাত আহমেদ চৌধুরী ১৫ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকাস্থ নিজ বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বৎসর। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন। ১৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে নামাজ-এ জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ মৌলভীবাজারের বড়লেখায় পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মেশকাত আহমেদ চৌধুরী ১৯৬০ সালের ১ জানুয়ারি মৌলভীবাজার জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি সরকারের বিভিন্ন সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

এজিএম সুফিয়া বেগম-এর মৃত্যুতে জনতা ব্যাংকের শোক প্রকাশ

জনতা ব্যাংক পিএলসি. এরিয়া অফিস, চাঁদপুরের সহকারী মহাব্যবস্থাপক সুফিয়া বেগম ১৪ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি অফিসার-টেলর হিসেবে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ তারিখে জনতা ব্যাংকে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন শাখায় ব্যবস্থাপকসহ দায়িত্বশীল পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি একজন দক্ষ, কর্মঠ, কর্মীবান্ধব, সদালাপী ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যাংকার ছিলেন। জনতা ব্যাংকের পক্ষ থেকে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনাসহ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়।

মোহাম্মদ আলী আহসান, পিও-এর অকাল মৃত্যুতে জনতা পরিবার শোকাভিভূত

জনতা ব্যাংক পিএলসির প্রিন্সিপাল অফিসার মোহাম্মদ আলী আহসান ১৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওড়ে ভ্রমণে গিয়ে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি প্রধান কার্যালয়ের ল' ডিপার্টমেন্টে কর্মরত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ২ পুত্রসহ অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন। তিনি একজন কর্মঠ ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যাংকার ছিলেন। পারিবারিক ও কর্মজীবনে তিনি হাসিখুশি, সৎ ও পরোপকারী হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। তিনি ২০১৩ সালে জনতা ব্যাংকে এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। তার অকাল মৃত্যুতে জনতা ব্যাংক পিএলসির পক্ষ হতে গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

জনতা ব্যাংকের পরিচালক ও ২ জন নির্বাহী/কর্মকর্তার মৃত্যুতে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

জনতা ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ও সাবেক যুগ্মসচিব মেশকাত আহমেদ চৌধুরী, এজিএম সুফিয়া বেগম এবং প্রিন্সিপাল অফিসার মোহাম্মদ আলী আহসানের মৃত্যুতে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের নামাজ ঘরে ২১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান, পরিচালক কে. এম. সামছুল আলম ও ড. মোঃ মহিউদ্দিন, এমডি (চলতি দায়িত্ব) মোঃ গোলাম মরতুজা, কোম্পানি সচিব ও জিএম এমএইচএম জাহাঙ্গীরসহ অন্যান্য নির্বাহী, কর্মকর্তা ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের নতুন পরিচালক

বদরে মুনির ফেরদৌস

বদরে মুনির ফেরদৌস ১৭ মে ২০২৪ তারিখে জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন। বর্তমানে তিনি অতিরিক্ত সচিব হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে কর্মরত। এর আগে তিনি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯৩ সালে তিনি বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে খুলনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার হিসেবে তাঁর চাকুরিজীবন শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি), সিনিয়র সহকারী কমিশনার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপসচিব-কেবিনেট ডিভিশন, জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীসহ ডেপুটেশনে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও ডিএমডি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হিসেবে সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ থেকে 'পাবলিক পলিসি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

বদরে মুনির ফেরদৌস ১৯৬৬ সালে দিনাজপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রী মিসেস সাবিনা আলম প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ড. মোঃ মহিউদ্দিন

ড. মোঃ মহিউদ্দিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব থাকাকালীন জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। সম্প্রতি তিনি সচিব পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন। এর আগে তিনি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন মেইলিং অপারেটর এবং কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ (MOCSLA)-এর চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ড. মোঃ মহিউদ্দিন ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট আরডিসি, এনডিসি ও ইউএনও পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, তথ্য ও সম্প্রচার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিবসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ হজ মিশন, মক্কায় কনসাল (হজ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন। ড. মোঃ মহিউদ্দিন মাইক্রো ফাইন্যান্সে পিএইচডি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে বি.কম (সম্মান) ও এম.কম উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার ম্যাককুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ও থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে পেশাগত উন্নয়ন ও জনসেবা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণকারী ড. মোঃ মহিউদ্দিন, মাওলানা জালাল আহমেদ ও মোসাম্মাত উম্মে কুলসুমের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর স্ত্রী সায়েরা জেসমীন। তাঁদের এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তান রয়েছে।

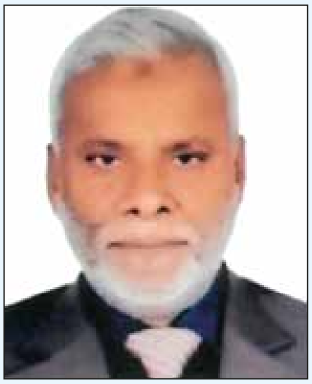

ড. মোঃ আব্দুস সবুর

ড. মোঃ আব্দুস সবুর সম্প্রতি জনতা ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন। কর্মজীবনে তিনি দেশে ও বিদেশে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনান্তে অবসর গ্রহণের পূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যুগ্মসচিব হিসেবে পদায়িত ছিলেন। তিনি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থায়নে পরিচালিত আল নাহিয়ান ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক, মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব ও একই সাথে ইউএনডিপি'র অর্থায়নে পরিচালিত পথশিশুদের প্রকল্প এরাইজ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ড. মোঃ আব্দুস সবুর একজন বিদ্যোৎসাহী ও সংগীত অনুরাগী ব্যক্তি। তিনি প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র সৃজনশীল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি ও অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পড়িয়েছেন। নিজ জেলা চুয়াডাঙ্গায় ইংরেজি মাধ্যম স্কুল প্রতিষ্ঠাপূর্বক প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৯৪ সালে বনায়ন কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

ড. মোঃ আব্দুস সবুর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে বিএ (সম্মান) ও এমএ, পিএইচডি ও ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের অধীনে এলএলবি (অনার্স) ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তিনি ২৩ শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ডা. আনোয়ার আলী (এলএমএফ) এবং মাতার নাম ছোরাতুন্নেছা।

এক্সিকিউটিভ'স প্রোফাইল

মোঃ মজিবর রহমান
জনতা ব্যাংক পিএলসির নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মোঃ মজিবর রহমান সম্প্রতি রাষ্ট্রমালিকানাধীন জনতা ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তারও আগে তিনি সোনালী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং রূপালী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মোঃ মজিবর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট কমিটির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ১৯৯৮ সালে রূপালী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। ২৬ বছরের ব্যাংকিং ক্যারিয়ারে তিনি নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাখার ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জামালপুর, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহের জোনাল হেড, কুমিল্লা ও রংপুর বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং কৃষি, পল্লী ও ক্ষুদ্র ঋণ, জনসংযোগ বিভাগ, সাধারণ ঋণ, বিপণন, আদায়, অডিট, ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের মনিটরিং এবং কমপ্লায়েন্স বিভাগের প্রধান হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি রূপালী ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের পরিচালক ছিলেন।

মোঃ মজিবর রহমান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ থেকে বিএসসি অনার্স ইন এগ্রিকালচারাল ইকোনমিকস এবং এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন ইকোনমিকস-এ এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য এবং কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতির সহ-সভাপতি ও আজীবন সদস্য।

মোঃ মজিবর রহমান ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (আইবিবি)-এর একজন সম্মানিত ডিপ্লোমেড এসোসিয়েট। তিনি দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত ব্যাংকবিষয়ক বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এ উপলক্ষ্যে তিনি থাইল্যান্ড, ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ভুটান ও সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন।

মোঃ মজিবর রহমান ১৯৬৯ সালে ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলাধীন হাসাদিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

খেলাপি ঋণ আদায়: মামলা দায়ের করার লক্ষ্যে করণীয়

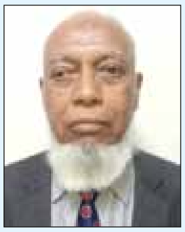

এ, আর, মাছউদ
নির্বাচন কমিশনার, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
সাবেক চিফ ল' অফিসার, জনতা ব্যাংক পিএলসি.

মামলা দায়ের করার পূর্বে করণীয়

(ক) ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্ককে ব্যবহার করে খেলাপি ঋণ আদায়:
ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে খেলাপি ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে Constant Motivation, Supervision ও Persuasion-এর মাধ্যমে খেলাপি ঋণ উদ্ধারে তৎপর থাকা প্রয়োজন। যেমন, ঋণখেলাপির দরজায় বা বাড়িতে ৪/৫ জন ব্যাংকের কর্মকর্তার দাঁড়িয়ে থাকা, স্থানীয় লোকজনের জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য বা কারণ প্রকাশ করা। এতে ঋণখেলাপির সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান (Social Status and Dignity) ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কায় তিনি খেলাপি ঋণ পরিশোধে তৎপর হবেন। ঋণ আদায়ে এটি একটি পরীক্ষিত ও ফলপ্রসূ কৌশল। অনুরূপ আরও কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে বন্ধকী সম্পত্তির দখল উদ্ধার:
মামলা দায়েরের পূর্বে বন্ধকী সম্পত্তির বিক্রয় কার্যক্রমের সুবিধার্থে সম্পত্তির দখল ও নিয়ন্ত্রণ সমর্পণের জন্য অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ১২(৫) ধারা মোতাবেক ঋণগ্রহীতাকে লিখিতভাবে অনুরোধ করা যেতে পারে। লিখিত অনুরোধ মোতাবেক বন্ধকী বা দায়বদ্ধ সম্পত্তির দখল সমর্পণ করা না হলে উক্ত আইনের ১২(৫ক) ধারা অনুযায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করার সুযোগ রয়েছে। অনুরূপ দরখাস্তের ভিত্তিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত সম্পত্তির দখল ব্যাংকের নিকট সমর্পণ করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এটি জেলা প্রশাসকের আইনগত দায়িত্ব। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে এ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি নোটিশ প্রদান করার কারণেও অনেক ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা খেলাপি ঋণ পরিশোধের তাগিদ অনুভব করবেন। এটি ঋণ উদ্ধারের একটি আইনগত কৌশল।

(গ) অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ১২(৩) ধারা মোতাবেক বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়:
আইনের বিধান হচ্ছে- বন্ধকী সম্পত্তি ও প্লেজে রক্ষিত মালামাল বিক্রয় না করে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণ পরিশোধ বাবদ জমা বা সমন্বয় না করে অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা যাবে না। ব্যতিক্রম হিসেবে বলা হয়েছে- যদি অনুরূপভাবে বিক্রয় করা না হয় তবে কমপক্ষে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হতে হবে। কাজেই আদালতে মামলা না করে Irrevocable Power of Attorney মূলে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অবশ্যই সচেষ্ট থাকতে হবে। কতবার অনুরূপ বিক্রয়ের চেষ্টা করা যাবে আইনে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধানের অনুপস্থিতিতে একাধিকবার ১২(৩) ধারা মোতাবেক বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন। দীর্ঘ সময় পরে মামলায় ডিক্রিপ্রাপ্ত হয়ে বন্ধকী সম্পত্তি ব্যাংকের নামে নামজারী করত বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করার চেয়ে মামলার পূর্বেই বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ে সচেষ্ট হলে একদিকে যেমন ঋণ আদায়ে দীর্ঘসূত্রিতা লাঘব হবে, অন্যদিকে মামলার অহেতুক খরচ হতে উভয় পক্ষ রেহাই পাবে।

এতদিন মামলা দায়েরের জন্য নিছক নিয়ম পালন হিসেবে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। আর এ কারণে গত ২০ বছরে শত শত মামলা অর্থঋণ আদালতে দায়ের করা হলেও মাত্র ২/৪টির ক্ষেত্রে মামলা দায়েরের পূর্বে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রি করা সম্ভব হয়েছে। গণহারে বিক্রি না হওয়ার পেছনে সাধারণ কারণ হচ্ছে বিডার না পাওয়া। খেলাপি ঋণ উদ্ধারের জন্য মামলা দায়েরের পূর্বে হোক বা পরে হোক বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রি ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই বিধায় বিডার না পাওয়ার দরুন বিক্রয় করা যায় না মর্মে অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। পাল্টা প্রশ্ন যদি করা হয়- বন্ধকী সম্পত্তি বিশেষ করে প্রকল্পভুক্ত বন্ধকী সম্পত্তি ভালো অবস্থায় বিক্রয়ের সময় বিডার না পাওয়া গেলে মামলার শেষে ১০/২০ বছর পর জরাজীর্ণ বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের সময় বিডার কোথায় পাওয়া যাবে? তা ছাড়া মামলা চলাকালীন দীর্ঘ সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই খেলাপি ঋণগ্রহীতা কর্তৃক সম্পত্তির আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তনক্রমে বা অন্যের নিকট হস্তান্তরপূর্বক কিংবা অন্যদের দ্বারা Collusive মামলা করে বন্ধকী সম্পত্তির বিক্রির ক্ষেত্রে নানাবিধ জটিলতা সৃষ্টি করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কাজেই পাওয়ার অব অ্যাটর্নি মূলে মামলা দায়েরের পূর্বেই একাধিকবার নিলাম ডাকার প্রয়োজন হলেও বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রি করতে হবে। পাওয়ার অব অ্যাটর্নি মূলে ১২(৩) ধারা মোতাবেক বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির ব্যাপারে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করা হলে আমার বিশ্বাস, অনেক গ্রাহকই খেলাপি ঋণ পরিশোধে মনোযোগী হবেন। ফলশ্রুতিতে, অনেক ক্ষেত্রেই মামলা করার প্রয়োজন পড়বে না। কাজেই এ মর্মে নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করা যেতে পারে যে, মামলা দায়ের করার পূর্বে একাধিকবার নিলাম ডাকার প্রয়োজন হলেও ১২(৩) ধারা মোতাবেক বন্ধকী সম্পত্তি ও অন্যান্য সহজামানত সম্পত্তি বিক্রয় করতে হবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ঋণ সমন্বয় করতে হবে। পাশাপাশি অবশিষ্ট ঋণ (যদি থাকে) আদায়ের জন্য দ্রুত আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে। এ ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নজরদারী বাড়ানো প্রয়োজন।

তফসিল ব্যতীত মামলা দায়ের

বন্ধকী সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য সমন্বয় করে অবশিষ্ট ঋণের টাকা (যদি থাকে) আদায়ে দ্রুত মামলা করতে হবে। এক্ষেত্রে গ্রাহক ও গ্যারান্টরের বন্ধক বহির্ভূত অন্যান্য সম্পত্তি তফসিলে যুক্ত করে মামলা করা যাবে। যদি তাৎক্ষণিকভাবে ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টরের অন্য কোনো সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া না যায়, তবে তফসিল ছাড়াও মামলা করতে আইনগত কোনো বাধা নেই। [ধারা ৮(৭), অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩]

মামলা দায়ের

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ৮ ধারায় বর্ণিত বিবরণ, কাগজাদি ও Affidavit সংযুক্ত করত আরজি দাখিলের মাধ্যমে মামলা দায়ের করতে হবে।

সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩-এর অধীন মামলা দায়ের

অনূর্ধ্ব ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খেলাপি ঋণ দ্রুত আদায়ের জন্য অর্থঋণ আদালতে মামলা না করে সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ মোতাবেক সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা সমীচীন। সরকারি দাবি সাধারণত তামাদি হয় না বিধায় দীর্ঘদিনের কৃষিঋণ, শস্য ঋণ ইত্যাদি ক্ষুদ্র ঋণ আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করতে হবে।

মামলার পক্ষ

মূল ঋণগ্রহীতা (Principal Debtor), তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা (Third Party Mortgagor) ও তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টরকে (Third Party Guarantor), যদি থাকে, মামলায় বিবাদী পক্ষভুক্ত করতে হবে। [ধারা ৬(৫)]

সমন জারি

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ৭(১) ধারা মোতাবেক আদালতের জারিকারক কর্তৃক এবং একই সাথে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে ঋণগ্রহীতা বিবাদী/বিবাদীগণের উপর ১৫ দিনের মধ্যে যাতে সমন জারি হয়-তৎমর্মে অবশ্যই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিশ্চিত করতে হবে।

এভাবে সমন জারি করা সম্ভব না হলে একটি বহুল প্রচারিত বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং স্থানীয় একটি পত্রিকায় (যদি থাকে) বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে সমন জারি করতে হবে। এতে সময় ও খরচ অনেক বেড়ে যায়। কাজেই আদালতের জারিকারকের মাধ্যমে যাতে সমন জারি করা যায় তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় মাসের পর মাস শুধু সমন জারির জন্যই মামলা চলতে থাকবে।

জবাব দাখিল

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ১০(১) ধারা মোতাবেক বিবাদী পক্ষকে ৪০ দিনের মধ্যে জবাব দাখিল করতে হবে। অবশ্য ৪০ দিন পর কমপক্ষে ২,০০০/- টাকা খরচ প্রদান সাপেক্ষে আরও ২০ দিন সময় পাওয়া যাবে। ৬০ দিনের মধ্যে বিবাদী জবাব দাখিল না করলে আদালত একতরফাভাবে মামলা নিষ্পত্তি করবেন। ১০ ধারা অনুযায়ী ৬০ দিনের মধ্যে বিবাদী জবাব দাখিল না করলে মামলাটি যাতে এক তরফাভাবে নিষ্পত্তি হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে। এ ব্যাপারে সচেষ্ট না থাকলে সময় বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও এ স্তরে অনেক বিলম্ব হয়। উল্লেখ্য, এক তরফাভাবে ডিক্রি প্রদান করা হলে ডিক্রিকৃত টাকার ১০% নগদ টাকা বা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার দাখিল ব্যতিরেকে একতরফা ডিক্রি বাতিলের দরখাস্ত করা যায় না (ধারা ১৯)। তা ছাড়া একতরফা ডিক্রিসহ অর্থঋণ আদালতের রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে রিট মামলা চলে না।

অর্থঋণ মামলার চূড়ান্ত শুনানি

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ১৪ ধারা অনুযায়ী মামলার চূড়ান্ত শুনানি যেকোনো পক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একবারের অধিক মুলতবি করা যায় না। তবে নির্ধারিত তারিখের পূর্বে কমপক্ষে ১,০০০/- টাকা খরচ প্রদান সাপেক্ষে একবারের অধিক মুলতবি মঞ্জুর করা যাবে। ব্যাংকের পক্ষ হতে যাতে মামলার শুনানি মুলতবি না চাওয়া হয় এবং সেই সাথে বিবাদী পক্ষ যাতে শুনানি মুলতবির সুযোগ বারবার গ্রহণ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। তা ছাড়া বিবাদী পক্ষ খরচের টাকা জমা দেন কিনা তাও নিশ্চিত করতে হবে। ব্যাংকের পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী প্যানেল আইনজীবীকে এ ব্যাপারে আন্তরিক/যত্নবান থাকার জন্য পরামর্শ দিতে হবে। অন্যথায় মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, মামলার আধিক্যের কারণে বিচারকের একার পক্ষে এ বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা

অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩-এর ১৭ ধারা মোতাবেক সমন জারি ও অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে বিবাদী কর্তৃক জবাব দাখিলের পর অনধিক ১২০ দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির বিধান রয়েছে। দায়িত্ববান ব্যাংক কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে মামলার নিষ্পত্তি হয় সেদিকে তৎপর থাকতে হবে।

অর্থঋণ মামলা দায়েরের তামাদি নির্দেশসূচক

অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়েরের তামাদি নির্দেশসূচক (Directory), অবশ্য পালনীয় (Mandatory) নয়। অর্থাৎ অর্থঋণ মামলা তামাদির কারণে খারিজ (Dismiss) করা যাবে না। [ধারা ৪৬(৫)]।

Ref.: No dismissal on the ground of limitation. Shahab Uddin Khan vs Bangladesh; 14 BLC 111; Shitalakshya Ice and Cold Storage vs Artha Rin Adalat, 64 DLR 487. এ কারণে অতি দ্রুত মামলা দায়েরের পরিবর্তে পাওয়ার অব এটর্নি-এর ক্ষমতা বলে ১২(৩) ধারা মোতাবেক বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির ব্যাপারে বেশি তৎপর থাকতে হবে।

অর্থঋণ আদালতের রায় ও ডিক্রিকে চ্যালেঞ্জ করে রিট চলে না।

Ref.:

(i) 15 BLT (AD) 77; Azad Shahnewaz v. Artha Rin Adalat Dinajpur;

(ii) 46 DLR (AD) 191, 13 MLR (AD) 258; AQM Shah Alam Chowdhury v. Bangladesh;

(iii) 15 BLT (AD) 267; Mir Motiur Rahman Zihadi v. Artha Rin Adalat;

(iv) 15 BLT (AD) 363 ; BADC v. Artha Rin Adalat, and

(v) 13 BLC (AD) 144; Oriental Bank Ltd. v. AB Siddique Ludu.

জারি মামলা দায়ের

জারি মামলা অবশ্যই ডিক্রি প্রদত্ত হওয়ার ১ (এক) বৎসরের মধ্যে দায়ের করতে হবে, অন্যথায় জারি মামলা তামাদিতে বারিত হবে। (ধারা-২৮) একবার জারি মামলা তামাদিতে বারিত হলে দ্বিতীয় জারি মামলা গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে উচ্চ আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্ত হয়েছে।

Ref.: Janata Bank Limited vs Bangladesh, Secretary, Ministry of Finance and Planning, 20 BLC 751

তামাদির কারণে জারি মামলা খারিজ না হয়ে ভুলবশত চলতে থাকলে নিলাম বিক্রিসহ পরবর্তী যাবতীয় কার্যক্রম রিট মামলা দায়েরের মাধ্যমে বাতিল হবে। কাজেই নির্ধারিত ১ বছর সময়ের মধ্যে জারি মামলা অবশ্যই দায়ের করতে হবে।

জারি মামলার কার্যক্রম স্থগিতাদেশ

উচ্চতর আদালতে আপিল বা রিভিশন দায়ের হলেই জারি মামলা স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থগিত হবে না। উচ্চতর আদালত সুস্পষ্টভাবে স্থগিতাদেশ প্রদান করলেই কেবল জারি মামলা স্থগিত হবে, অন্যথায় নয় [ধারা ৩১]। আপিল ছাড়া জারি মামলা স্থগিত হবে না অর্থাৎ রিট মামলায় জারি মামলা স্থগিত করতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

Ref.: Shahjahan Traders vs Artha Rin Adalat, 15 BLT (AD) 370

আপোষ

অর্থঋণ মামলা সর্বস্তরে (At all stages) আপোষ করা যায়-

(ক) মামলা চলাকালে প্রারম্ভিক স্তরে [ধারা ২২,২৩]

(খ) জারির স্তরে (Execution stage) [ধারা ৩৮]

(গ) আপিল স্তরে (ধারা ৪৪ক)

(ঘ) মামলার যেকোনো স্তরে [ধারা ৪৫] *(চলবে...)*

পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্টের কার্যাবলী

খান মাহমুদ কামাল
উপমহাব্যবস্থাপক
প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
জনতা ব্যাংক পিএলসি.

সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা কোনো পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং উক্তরূপ ক্রয় কার্যে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সকল ব্যক্তির প্রতি সম-আচরণ ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রবিধানমালা-২০০৩ (Public Procurement Regulations, 2003) জারি করে। পরবর্তী সময়ে এই প্রবিধানমালাতে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ বা পিপিএ, ২০০৬ (The Public Procurement Act, 2006) রূপে সংসদে পাশ করা হয় এবং এই আইনের ধারা ৭০-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ বা পিপিআর, ২০০৮ প্রণীত হয়েছে। রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক হিসেবে জনতা ব্যাংক পিএলসি. কর্তৃক পণ্য এবং সীমিত পরিসরে কার্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর বিধি-২০০৮ অনুসরণ করা হয়। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালায় নিম্নোক্ত ক্রয় পদ্ধতিসমূহ রয়েছে:

1. Open Tendering Method (OTM)
2. Request for Quotation (RFQ)
3. Limited Tendering Method (LTM)
4. Direct Procurement Method (DPM)
5. Two Stage Tendering Method (TSTM)
6. One Stage Two Envelope Method (OSTEM)

জনতা ব্যাংক পিএলসির প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্ট উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে OTM, RFQ, LTM ও DPM এই চারটি পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং প্রতিটি ক্রয়ের ক্ষেত্রে শতভাগ স্বচ্ছতা ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করে থাকে।

প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ক্রয়সংক্রান্ত নিম্নোক্ত কাজগুলো করে থাকে

১। সকল শাখার জন্য সব ধরনের সাধারণ ও সিকিউরিটি স্টেশনারি সামগ্রী মুদ্রণ ও বন্টনের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্নকরণ;

২। অধিযাচন অনুযায়ী কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, সকল মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয়ে অফিস স্টেশনারি, পেটি স্টেশনারি, সান্ড্রি, লন্ড্রি অ্যান্ড ক্লিনিং এবং কম্পিউটার স্টেশনারি ক্রয় ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

৩। প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিপার্টমেন্ট ও সচিবালয়ের সব ধরনের স্টেশনারি সামগ্রী মুদ্রণ ও সরবরাহের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্নকরণ;

৪। সকল ডিপার্টমেন্ট, সচিবালয় ও শাখার চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ট্রেডমার্ক সম্বলিত অফিস ফার্নিচার (যেমন: মেসার্স অটবি লিমিটেড, মেসার্স পারটেক্স ফার্নিচার ও মেসার্স নাভানা ফার্নিচারের তৈরি) সংগ্রহ ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

৫। বিভিন্ন শাখার চাহিদা অনুযায়ী পুনঃভরণ সাপেক্ষে নোট কাউন্টিং মেশিন, নোট সর্টিং মেশিন, নোট ব্যান্ডিং মেশিন, পলিমার/পলিমারযুক্ত কাগজের টেপ, জালনোট শনাক্তকরণ মেশিন, প্রটেক্টোগ্রাফ মেশিন, ডুপ্লিকেটিং মেশিন ক্রয়ের যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও সরবরাহকৃত মেশিনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ নিশ্চিতকরণ;

৬। ব্যাংকের সকল শাখাসহ বিভিন্ন কার্যালয়ে নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, সকল আগ্নেয়াস্ত্রের হিসাব নথিভুক্তকরণ ও শাখাসমূহকে যথাসময়ে লাইসেন্স নবায়নের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান। উল্লেখ্য, ৬০তম MANCOM সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে অব্যবহৃত ও অকেজো আগ্নেয়াস্ত্রসমূহ ইস্যুকৃত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর ফলে শাখাসমূহের অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন হবে এবং দীর্ঘদিনের দাপ্তরিক জটিলতা নিরসন হবে;

৭। প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিপার্টমেন্ট, সচিবালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখার জন্য টোকেন, ডেটিং স্ট্যাম্প সরবরাহ ও মেরামতের যাবতীয় কাজ সম্পন্নকরণ;

৮। প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিপার্টমেন্ট, সচিবালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, স্টাফ কলেজ ও সকল রিজিওনাল স্টাফ কলেজের জন্য ফটোকপি মেশিন, ওভারহেড প্রজেক্টর ও বৈদ্যুতিক পাখা সরবরাহ ও মেরামতের কাজ সম্পন্নকরণ;

৯। প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এবং পুনঃভরণ সাপেক্ষে বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়সহ সকল শাখার জন্য নতুন অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ক্রয়পূর্বক সরবরাহ ও মেরামতের কাজ সম্পন্নকরণ;

১০। জনতা ব্যাংক পিএলসির বিভিন্ন শাখার চাহিদা অনুযায়ী পুনঃভরণ সাপেক্ষে নতুন আয়রন সেফ, চাপডোর ও লকার সরবরাহ এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্নকরণ;

১১। প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের চাহিদা অনুযায়ী নতুন কাঠ ও স্টিলের আসবাবপত্র, ভেনিশিয়ান (হরাইজনটাল ও ভার্টিক্যাল) ব্লাইন্ড ক্রয়ের যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সরবরাহকৃত আসবাবপত্রের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

১২। প্রধান কার্যালয়ের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুসারে বার্ষিক দেওয়াল ক্যালেন্ডার, ডেস্ক ক্যালেন্ডার ও এনভেলপ মুদ্রণ ও বিতরণের যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;

১৩। প্রধান কার্যালয়ের রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ডিজাইনকৃত জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিন ও জার্নাল মুদ্রণসহ বিতরণের যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন।

প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন সিএসডি এবং কেন্দ্রীয় পত্র বিতরণী সেল-এর কার্যাবলী

ক. সিএসডি, মুদ্রণ ইউনিট কর্তৃক মুদ্রিত সকল ধরনের সাধারণ ও সিকিউরিটি স্টেশনারি (এমআইসিআর ও নন এমআইসিআর চেক বই, পে-অর্ডার ও ডিডি ব্লক, পে-স্লিপ ইত্যাদি) গোডাউনে সংরক্ষণ এবং প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টসহ সকল কার্যালয় ও শাখার চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ ও তার হিসাব নথিভুক্তির দায়িত্ব পালন;

খ. কেন্দ্রীয় পত্র বিতরণী সেল প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিপার্টমেন্টের চিঠিপত্র/ডকুমেন্টস বিভিন্ন কার্যালয় ও শাখায় প্রেরণ এবং বিভিন্ন কার্যালয় ও শাখা হতে প্রাপ্ত চিঠিপত্র/ডকুমেন্টস প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে বিতরণের কাজ সম্পন্নকরণ।

প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্ট পিপিআর-২০০৮ অনুসরণপূর্বক ব্যাংকের প্রয়োজনীয় ক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদন করে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও অবাধ প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টি করাও প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্টের অন্যতম দায়িত্ব।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ: প্রেক্ষিত জনতা ব্যাংক পিএলসি.

মোহাম্মদ রায়হান সেখ রাশেদ
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
এলিফ্যান্ট রোড কর্পোরেট শাখা
জনতা ব্যাংক পিএলসি.

"আমি বিশ্বাস করি যে দুনিয়ার সকল সমস্যা এক বা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য থেকে আসে।" - অমর্ত্য সেন

অর্থনৈতিক বৈষম্য কি?

অর্থনৈতিক বৈষম্য হলো অর্থনৈতিক কারণের ওপর ভিত্তি করে বৈষম্য। এসব কারণের মধ্যে চাকরির প্রাপ্যতা, মজুরি, পণ্য ও পরিষেবার মূল্য বা প্রাপ্যতা এবং ব্যবসার জন্য অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের মূলধন বিনিয়োগ তহবিলের পরিমাণ উল্লেখ্যযোগ্য। পাশাপাশি এতে শ্রমিক, ভোক্তা ও স্বল্প পুঁজির মালিকানাধীন ব্যবসার প্রতি বৈষম্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান সমস্যা বৈষম্য। এখানে ধনী-গরিবের মাঝে বৃহদাকার তফাত সৃষ্টি হয়। সমাজে সম্পদের সুষম বন্টন হয় না। বৈষম্যমূলক অর্থনীতির প্রভাব পড়ে নিত্যপণ্যের বাজারে যার খেসারত দিতে হয় সাধারণ মানুষকে।

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানেও আয়-বৈষম্যের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।'

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধির কারণসমূহ

বাংলাদেশে এই অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধির কারণ প্রাকৃতিক বা অবশ্যম্ভাবী নয়। বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর কারণেই তা ঘটেছে। এই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হলো-বৈষম্যমূলক কর ব্যবস্থা, অতি নিম্ন মজুরি, নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অপ্রতুল বরাদ্দ। পাশাপাশি কর্মসংস্থানের অভাব/বেকারত্ব, দারিদ্র্যের কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি, করোনা অতিমারির কারণে কাজ হারানো/পেশা পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তন, উৎপাদনের কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি, অসাধু ব্যবসায়ী/সিন্ডিকেটদের কারসাজিতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, বৈশ্বিক মন্দা, ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস, ধনী ও ব্যবসায়ী শ্রেণির মালামাল মজুদ রাখার প্রবণতা বৃদ্ধি, প্রান্তিক উৎপাদনকারীদের ক্রমান্বয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ার কারণে উৎপাদনে নিরুৎসাহিত হওয়া, ডলারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত হওয়া, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ/সংঘাত, জালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকিং খাত

যেকোনো দেশের অর্থনীতির লাইফলাইন হচ্ছে ব্যাংকিং খাত। সার্বিক ব্যাংকিং খাতের সুস্বাস্থ্য একটি দেশের অর্থনীতির মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। কারণ, ব্যাংকিং খাত ভালো থাকলেই কেবল বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হয়, কমে বেকারত্ব। এর ফলে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধিও বাড়তে থাকে। এভাবে দেশের অর্থনীতির আকার বড় হয়। কাজেই বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়োজন সেজন্য ব্যাংকিং খাতকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। খেলাপি ঋণ বা কু-ঋণের পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমিয়ে এনে ব্যাংকিং খাতে স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে হবে। এছাড়া ব্যাংকিং খাতের আধুনিক পরিবর্তনের জন্য অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ, ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার, মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন সিআইবি, অনলাইন ব্যাংকিং, ই-কমার্স, ইআরপি, ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (RTGS) বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতকে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর খাত হিসেবে গড়ে তুলতে হবে যা সরাসরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

বৈষম্য দূরীকরণে ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর তত্ত্ব

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্বজুড়ে আলোচিত তাঁর থ্রি-জিরো তত্ত্বের জন্য। 'থ্রি-জিরো তত্ত্ব' একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সেগুলো হচ্ছে - শূন্য দারিদ্র্য (Zero Poverty), শূন্য বেকারত্ব (Zero Unemployment) ও শূন্য কার্বন নিঃসরণ (Zero Net Carbon Emission)। এই তত্ত্বের ব্যাপারে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মতে, 'বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিজেই দারিদ্র্য সৃষ্টি করে এবং এই ব্যবস্থার অধীনে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। মানুষ এককভাবে দারিদ্র্য তৈরি করে না, আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভেতরেই তৈরি হয় দারিদ্র্য।' এই লক্ষ্য অর্জনে তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন তারুণ্য, প্রযুক্তি, সুশাসন ও সামাজিক ব্যবসায়। তার মতে, ভালো চাকরি না খুঁজে উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, *"আমরা জন্মেছি সমস্যা সমাধানের জন্য। কারও অধীনে চাকরি করার জন্য নয়। তাই তরুণ প্রজন্মকে উদ্যোক্তা হতে হবে। কারও অধীনে নয়, বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে হবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই, যেখানে পৃথিবীর প্রতিটি তরুণ-তরুণী চাকরিপ্রার্থী না হয়ে বরং উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পাবে।"*

এই তত্ত্বের মাধ্যমে ড. মুহাম্মদ ইউনূস একটি সমতাভিত্তিক ও স্থিতিশীল পৃথিবীর ধারণা তুলে ধরেছেন, যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশগত সুরক্ষা একসঙ্গে চলবে যা জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' বা এসডিজি ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ। তা ছাড়া তাঁর এই তত্ত্ব অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণেও কার্যকর।

বৈষম্য দূরীকরণে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশগত সুরক্ষা: জনতা ব্যাংক পিএলসির প্রেক্ষাপট

পাকিস্তান আমলের ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড ও ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড একীভূত করে রাষ্ট্রমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনতা ব্যাংক ১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ২৬-এর মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। জনতা ব্যাংক পিএলসি. বর্তমানে ৪৫৯টি শহুরে, ৪৬৫টি গ্রামীণ ও আরব আমিরাতের ৪টি শাখাসহ সর্বমোট ৯২৮টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভিত্তিক জনতা ব্যাংক পিএলসির সংগৃহীত মোট আমানতের পরিমাণ প্রায় ১,০৭,১০১ কোটি টাকা এবং বিতরণকৃত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ প্রায় ৯৭,৫৮৫ কোটি টাকা।

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে বিস্তৃত কৃষিভিত্তিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিগত ২০১৪ সাল থেকে জনতা ব্যাংক পিএলসি গ্রামীণ শাখায় রুরাল ক্রেডিট অফিসার অর্থাৎ অফিসার-আরসি নিয়োগ করে আসছে। সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৫০ জন সিনিয়র অফিসার-আরসি এবং ৩৫৭ জন অফিসার-আরসি হিসেবে অর্থাৎ মোট ৪০৭ জন কর্মকর্তা প্রান্তিক কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কর্মকাণ্ডে ব্যাংকের গ্রামীণ শাখার গ্রেড-২ থেকে গ্রেড-৪ মানের বিভিন্ন শাখায় সরাসরি নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া নতুন রুরাল ক্রেডিট কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিগত ২০২৩ সালে গ্রিন ফাইন্যান্স খাতসমূহে (Renewable Energy, Alternative Energy, Liquid Waste Management, Environment Friendly Brick Production, Green/Environment Friendly

Establishment, Green Agriculture, Green CMSME, Eco Project Financing ইত্যাদি) জনতা ব্যাংক পিএলসি ১৪৪.৪৬ কোটি টাকার ২৮২টি ঋণ বিতরণ করেছে। জুন ২০২৪-এ জনতা ব্যাংকের গ্রিন ফাইন্যান্স খাতসমূহে বিতরণকৃত ঋণের স্থিতি ৪৯৫.৭৯ কোটি টাকা।

ড. ইউনূসের থ্রি জিরো মতবাদের পাশাপাশি বর্তমান অর্থনীতিবিদদের অধিকাংশের মতামত বিবেচনায় নিয়ে সমতাভিত্তিক ও স্থিতিশীল বাংলাদেশ তৈরি করতে হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশগত সুরক্ষা একসাথেই নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমেই বৈষম্য দূরীকরণ সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

উন্নয়নের সুফল সমাজের সকল মানুষের মাঝে সুষম বণ্টন, সবার জন্যে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি, অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন ইত্যাদি নানা উন্নয়ন কৌশল এই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ভাবনার আওতায় পড়ে। অনেকে একে সংজ্ঞায়িত করেছেন দারিদ্র্যবান্ধব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন হিসেবে। অন্য কথায়, বঞ্চিতদের জন্যে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞা অনুযায়ী, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কেবল আয়ের সুষম বণ্টনই নয়, বরং উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃজন এবং বৈষম্য দূরীকরণকেও বোঝায়। এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি উন্নয়নের মাধ্যমে এমন ধরনের প্রবৃদ্ধির কথা বলছে যেখানে ব্যাপকভাবে দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব হবে (World Bank 2009)। পক্ষান্তরে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)-এর মতে, এমন প্রক্রিয়াই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়া যা সবার জন্যে সমান সুযোগ তৈরি করে (Rauniyar and Kanbur 2009)। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদ অনুসারে Doctrine of Positive Discrimination-এর মাধ্যমে সরকার অনগ্রসর গোষ্ঠীর উন্নয়নকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

জনতা ব্যাংক পিএলসি জনতার ব্যাংক হিসেবে তার যাত্রা শুরুর সময়কাল থেকেই সাধারণ ব্যাংকিং সেবা প্রদানের পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নিচে এসবের কিছু উল্লেখ করা হলো:

(ক) গ্রামীণ ও কৃষি ঋণ: জনতা ব্যাংক পিএলসির বিতরণকৃত শস্য ঋণের মধ্যে চলমান রয়েছে ১৯৬,৬৪৭টি যা টাকার অঙ্কে ১১৪২.০১ কোটি টাকা। কলা চাষে ঋণ চলমান রয়েছে ১,৬১১টি যা অর্থমূল্যে ১৮.৪২ কোটি টাকা। পান চাষে বিদ্যমান রয়েছে ৭.১৫ কোটি টাকার মোট ৫৬৯টি ঋণ প্রকল্প। ডাল ও তেল শস্যবীজে বর্তমানে ২৪০৩টি ঋণ রয়েছে যার পরিমাণ ১৮.৯০ কোটি টাকা। গম ও ভুট্টা চাষে বর্তমানে ২৩১টি পুনঃঅর্থায়ন ঋণ রয়েছে যার পরিমাণ ২.২৩ কোটি টাকা।

(খ) ক্ষুদ্র ঋণ: স্বনির্ভর ঋণ বর্তমানে ১৪,০৩০টি বিদ্যমান রয়েছে যার স্থিতি ৩৬.৮২ কোটি টাকা। ১০ টাকা হিসাবধারীদের ঋণ বিদ্যমান রয়েছে ৩৫৯টি যার স্থিতি ১.২৬ কোটি টাকা। শস্য গুদামের জন্য গ্রামে ২০৯টি ঋণ প্রকল্প বিদ্যমান রয়েছে যার পরিমাণ ১.৭০ কোটি টাকা।

(গ) গ্রামীণ নারী কর্মসংস্থান ঋণ ও নারী উদ্যোক্তা ঋণ: গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য বর্তমানে ৬৭৮৭টি হিসাবের মাধ্যমে ৩৩.০৫ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তাদের বর্তমান ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ২৬৬টি যেখানে ঋণের পরিমাণ ২.২০ কোটি টাকা।

(ঘ) প্রশিক্ষিত Self Employed যুবক ও Self Employed শিক্ষিত যুবক ঋণ: বর্তমানে প্রশিক্ষিত Self Employed যুবক ঋণ সংখ্যা ১১৭১টি এবং Self Employed শিক্ষিত যুবক ঋণ সংখ্যা ১০৩টি যার বিদ্যমান ঋণের পরিমাণ যথাক্রমে ৩.৭৯ কোটি টাকা ও ০.১৮ কোটি টাকা।

(ঙ) গাভী পালন ঋণ, হাইব্রিড দুগ্ধ উৎপাদন ঋণ ও ছাগল পালন ঋণ: জনতা ব্যাংক হতে গাভী পালন বাবদ বিদ্যমান ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ১৩৮৪ ও হাইব্রিড দুগ্ধ উৎপাদনে ঋণ রয়েছে ১১৮৯২টি যার টাকার পরিমাণ যথাক্রমে ১৮.৮৪ কোটি ও ১৪৮.৬২ কোটি। ছাগল পালনেও বর্তমানে ঋণ প্রকল্প চলমান রয়েছে ১৭৬টি যা টাকার অঙ্কে ০.২১ কোটি। পাশাপাশি হাঁসমুরগি পালনে ৩৮টি ঋণ প্রকল্প বর্তমানে চলমান রয়েছে যাতে বিদ্যমান ঋণের পরিমাণ ০.১৫ কোটি টাকা।

(চ) মৎস্য ও চিংড়ী চাষে ঋণ: মৎস্য ও চিংড়ী চাষে ঋণ রয়েছে বর্তমানে ৭০৬টি যাতে বিদ্যমান অর্থের পরিমাণ ৭.৯১ কোটি টাকা। পাশাপাশি খাঁচায় মৎস্য চাষের জন্য বর্তমানে চলমান রয়েছে ০.৫২ কোটি টাকার ৩৬টি ঋণ প্রকল্প।

(ছ) লবণ চাষে ঋণ: বর্তমানে জনতা ব্যাংকের লবণ চাষে ঋণের বিদ্যমান সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২৬৭টি এবং ঋণের পরিমাণ ১.৩৫ কোটি।

(জ) ঘরোয়া প্রকল্পে ঋণ: দরিদ্র পরিবারের ঘরোয়া প্রকল্পভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৫২৯টি প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং বর্তমান ঋণের পরিমাণ ১.৮৬ কোটি টাকা।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা বা ব্যাংকিং বলতে বোঝায় সমাজের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে স্বল্প বা বিনা খরচে আর্থিক তথা ব্যাংকিং সেবার অন্তর্ভুক্ত করা। জনতা ব্যাংক পিএলসির আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবাসমূহ হলো- (ক) দরিদ্রদের জন্য ১০ টাকার হিসাব ও কৃষকদের সঞ্চয়ী হিসাব (খ) স্কুল ব্যাংকিং (গ) নারী কল্যাণ সঞ্চয় প্রকল্প ও মাতৃত্বকালীন ভাতা সঞ্চয় (ঘ) বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রকল্প (ঙ) গ্রামীণ সঞ্চয় ও হতদরিদ্র সঞ্চয় (চ) গার্মেন্টস কর্মী, সিটি কর্পোরেশনের কর্মী ও পথশিশু-কর্মজীবি শিশুদের সঞ্চয়।

এছাড়াও জনতা ব্যাংক পিএলসি সিএসআর খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যয় করে থাকে এবং এই টাকা সমাজের সচেতনতা সৃষ্টি ও অবহেলিত জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য মূলত ব্যয় করা হয় যা প্রকারান্তে বৈষম্য নিরসনে ভূমিকা রাখে। সম্প্রতি স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় জনতা ব্যাংক পিএলসির কর্মীরা তাদের ১ দিনের সমপরিমাণ বেতন সরকারের ত্রাণ তহবিলে প্রদান করে যা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের নিকট থেকে বৈদেশিক মুদ্রা (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় ১২,৯৩১ কোটি টাকা) সংগ্রহ করে তা দেশে অবস্থিত তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছাতে জনতা ব্যাংক সহায়তা করে থাকে। এতে দেশের রিজার্ভ বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদেশে কর্মরত কর্মীদের দেশে অবস্থিত পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

জনতা ব্যাংক পিএলসির গতানুগতিক ব্যাংকিং কার্যক্রমের পাশাপাশি উপরোক্ত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় এনে তাদের জীবনমান উন্নয়ন করত আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে জনতা ব্যাংক বিভিন্নভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করে চলেছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বৈষম্য নিরসনে জনতা ব্যাংক পিএলসির প্রত্যক্ষ ও নিরলস ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনে অনুকরণীয় অবদান রাখতে সক্ষম হবে। পরিশেষে বিশ্ববিখ্যাত বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের কিংবদন্তী নেতা শান্তিতে নোবেলজয়ী নেলসন ম্যান্ডেলার ভাষায় বলতে হয়- ***"যতক্ষণ না আমাদের এ পৃথিবীতে অন্যায়, দারিদ্র্য আর বড় ধরনের বৈষম্য অব্যাহত থাকবে, ততদিন আমরা কেউই সত্যিকারের বিশ্রাম করতে পারি না।"***

সূত্র: ১. অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট, প্রঃ কাঃ, জনতা ব্যাংক পিএলসি.
২. অনলাইন ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট, প্রঃ কাঃ, জনতা ব্যাংক পিএলসি.
৩. সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, প্রঃ কাঃ, জনতা ব্যাংক পিএলসি.
৪. হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট, প্রঃ কাঃ, জনতা ব্যাংক পিএলসি.
৫. বাংলাদেশ সংবিধান

ব্যাংক গ্যারান্টি ও ব্যাংকিং বাণিজ্যে এর গুরুত্ব

মোঃ আব্দুস সালাম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা

ব্যাংক গ্যারান্টির ব্যবহার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক লেনদেনে দেখা যায়। তবে স্থানীয়ভাবে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন খাতে নানা কারণে ব্যাংক গ্যারান্টির প্রয়োজন হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ঠিকাদারি কাজে ব্যাংক গ্যারান্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রচুর উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ হয় যার প্রতিটি প্রকল্পের কাজে ব্যাংক গ্যারান্টি আবশ্যক। দেখা যায়, অধিকাংশ প্রকল্পের ব্যাংক গ্যারান্টি বেসরকারি ব্যাংকগুলো হাতিয়ে নিচ্ছে। অথচ সরকারি ব্যাংক হিসেবে এই সুযোগটার অন্যতম দাবিদার জনতা ব্যাংক পিএলসি.।

ব্যাংক গ্যারান্টি কি

ব্যাংক গ্যারান্টি হলো ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকের একটি প্রতিশ্রুতি যা নিশ্চিত করে যে যদি একজন দেনাদার পাওনা পরিশোধ করতে না পারে বা ব্যর্থ হয়, তবে ঋণ প্রদানকারী (গ্যারান্টি ইস্যুকারী) ব্যাংক তা পরিশোধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অর্থাৎ যদি কোনো লেনদেনের একটি পক্ষ তাদের চুক্তির সমাপ্তি ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানকারী ব্যাংক সেই আর্থিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করার নিশ্চয়তা দেয়। সাধারণত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে এটি ব্যবহার করা হয়। প্রক্রিয়াটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Standby Letter of Credit (SBLC) হিসেবে পরিচিত। ব্যাংক গ্যারান্টি ব্যাংকের গ্রাহককে পণ্য বা সরঞ্জাম ক্রয় করতে বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করতে সহায়তা করে। যদি গ্রাহক কোনো একটি ঋণ নিষ্পত্তি বা প্রতিশ্রুত পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় অথবা প্রতিশ্রুত পণ্যের মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তাহলে ব্যাংক গ্যারান্টি তা ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার করে।

ব্যাংক গ্যারান্টির প্রকারভেদ

ব্যাংক গ্যারান্টির ব্যবহার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক লেনদেনে দেখা যায়। তবে দেশের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যাংক গ্যারান্টির প্রয়োজন হয়। সেই অর্থে ব্যাংক গ্যারান্টি দুই প্রকার:

১. ফরেন ব্যাংক গ্যারান্টি এবং
২. লোকাল ব্যাংক গ্যারান্টি।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নয়ন প্রকল্পে ঠিকাদারি কাজে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক গ্যারান্টি (ফরেন ও লোকাল)-এর প্রয়োজন হয়। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েক প্রকারের ব্যাংক গ্যারান্টি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. বিড বন্ড গ্যারান্টি: এ ধরনের গ্যারান্টি জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এক ধরনের নিশ্চয়তাপত্র যার মাধ্যমে একজন ঠিকাদার কর্তৃক কোনো কাজের টেন্ডারদাতাকে অর্থাৎ মালিকপক্ষকে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে, যদি ঐ ঠিকাদার বিড পায় তবে সে টেন্ডারে বা চুক্তিতে উল্লিখিত শর্ত পূরণসাপেক্ষে কাজ সম্পন্ন করবে।

২. পারফরম্যান্স গ্যারান্টি: এটি ক্রেতার খরচের জন্য জামানত হিসেবে কাজ করে। যদি পরিষেবা বা পণ্যগুলো চুক্তি অনুযায়ী না হয় সে ব্যাপারে ঠিকাদারি কাজে টেন্ডারদাতা/মালিকপক্ষকে নিশ্চয়তা দেয়।

৩. অগ্রিম অর্থ প্রদানের গ্যারান্টি: এই পদ্ধতিতে ক্রেতাকে পণ্য সরবরাহ বা ক্রেতার কাছে পণ্য পাঠানোর আগে অগ্রিম অর্থ প্রদান করে। এক্ষেত্রে ক্রেতার ক্রেডিট ঝুঁকি দূর করার জন্য অগ্রিম অর্থ প্রদানের গ্যারান্টি ইস্যু হয়।

৪. বিলম্বিত অর্থ প্রদানের গ্যারান্টি: এটি নির্দিষ্ট তারিখে ক্রয়মূল্য প্রদান করার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

৫. ওয়ারেন্টি-গ্যারান্টি: এটি জামানত হিসেবে কাজ করে, অর্ডারকৃত পণ্যগুলো সম্মতি অনুসারে সরবরাহ করা নিশ্চিত করে।

৬. কাস্টমস গ্যারান্টি: অনেক সময় আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক পণ্য ছাড়করণের সময় এইচএস কোডের (HS code) তারতম্য হলে আমদানি বা রপ্তানি ডিউটিজে তারতম্য হয় এবং সেসময় আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক আপিল করলে সমাধান হওয়ার পূর্বে পণ্য ছাড়করণের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ব্যাংক গ্যারান্টি ডিমান্ড করে এবং ট্রেডাররা ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করে থাকে।

৭. সিকিউরিটি বন্ড: এটি ঋণ পরিশোধের জন্য জামানত হিসেবে কাজ করে।

৮. ভাড়ার গ্যারান্টি: এ ধরনের গ্যারান্টি ভাড়া চুক্তির অর্থ প্রদানের জন্য সমান্তরাল হিসেবে কাজ করে।

ব্যাংক গ্যারান্টির পক্ষসমূহ

- আবেদনকারী: যে পক্ষ ব্যাংকের কাছ থেকে একটি ব্যাংক গ্যারান্টির জন্য অনুরোধ করে এবং এর বিপরীতে একজন পাওনাদারের কাছ থেকে ধার নেয়।
- সুবিধাভোগী: যে পক্ষ ব্যাংকের কাছ থেকে একটি ব্যাংক গ্যারান্টি পায় এবং দেনাদারের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে উক্ত গ্যারান্টরের নিকট হতে পাওনা প্রাপ্য হবেন।
- গ্যারান্টর: গ্যারান্টর হলো যে পক্ষ গ্যারান্টিতে স্বাক্ষর প্রদান করতে সম্মত হয় এবং আবেদনকারী ঋণ বা পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

ব্যাংক গ্যারান্টি কখন ও কেন প্রয়োজন

- বেশির ভাগ সময় ব্যাংক গ্যারান্টি একটি ছোট ফার্ম এবং একটি বড় সংস্থার মধ্যে ব্যবস্থাপনার অংশ যা সরকারি বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে হতে পারে।
- বৃহত্তর সংস্থা কাউন্টার পার্টির ঝুঁকির বিরুদ্ধে সুরক্ষা চায় এবং সেকারণে ছোট দলটি কাজের আগে একটি নিশ্চয়তা বা ব্যাংক গ্যারান্টি চেয়ে থাকে।

ব্যাংক গ্যারান্টি কিভাবে পাওয়া যায়

- প্রথমে একজন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চুক্তি হয়। সে চুক্তির প্রেক্ষিতে বিক্রেতা পণ্য সরবরাহ করে থাকে এবং পণ্য সরবরাহের পর সময়মতো পাওনা ফেরত না পাওয়ার আশঙ্কা থেকে বিক্রেতা ক্রেতার পক্ষ হতে বিক্রেতার নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যাংকের নিশ্চয়তা বা ব্যাংক গ্যারান্টি দাবি করেন।
- ব্যাংক গ্যারান্টির জন্য অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে গ্যারান্টির পরিমাণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে আবেদন করতে হবে।
- ব্যাংক গ্যারান্টির বৈধ আবেদনকারীকে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, অর্থ প্রদানের জন্য বিশেষ কোনো শর্ত থাকলে তা সুস্পষ্ট করা হয় এবং সুবিধাভোগী সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রদান করা হয়।

ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু ও অপারেশনাল পদ্ধতি

ধাপ-১; ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যুর পূর্বশর্তসমূহ:

ক) প্রয়োজনীয় স্বাক্ষরসহ গ্রাহকের আবেদন

খ) গ্রাহক নির্বাচন ও মূল্যায়ন: অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ব্যাংকের সাথে সুসম্পর্ক, নিয়মিত লেনদেন, সুনাম ও প্রতিশ্রুতিশীল ব্যক্তি

গ) সিকিউরিটি ফিক্সিং (কোলাটেরাল সিকিউরিটি, এফডিআর লিয়েন বা ক্যাশ মার্জিন)

ঘ) যুক্তিসঙ্গত বিক্রয় চুক্তি

ঙ) বিডিং প্রোফর্মার জন্য আহ্বান (স্বাক্ষরসহ প্রয়োজনীয় শর্তাবলী)
চ) প্রোফর্মা যাচাইকরণ (ব্যাংকের আইন উপদেষ্টা কর্তৃক)

ধাপ-২; গ্রাহকের আবেদন বিশ্লেষণ ও জামানত গ্রহণ:

- মূল তথ্য : মেয়াদ, টাকার অংক, উদ্দেশ্য ইত্যাদি যাচাইকরণ
- প্রোফরমা: ড্রাফট প্রোফরমা ব্যাংকের প্যানেল আইনজীবী কর্তৃক ভেটেড করানো যাতে ব্যাংকের স্বার্থবিরোধী কোনো শর্ত না থাকে।
- জামানত: সহজামানত হিসেবে জমি বা বিল্ডিং প্রস্তাব করলে তা সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং মালিকানার ধারাবাহিকতা যাচাইকরণ।
- এফডিআর: জামানত হিসেবে এফডিআর প্রস্তাব করলে এর সঠিকতা যাচাইসহ কুশন দেখতে হবে এবং লিয়েন মার্ক করতে হবে।
- নগদ মার্জিন: ১০০% মার্জিনে অথবা কিছু মার্জিন এবং অবশিষ্ট এফডিআর লিয়েন বা জমি মর্টগেজ রেখে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করা হয়। ধরুন, একটি কোম্পানিকে কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে ওয়ান টাইম গ্যারান্টি দিতে হবে। এক্ষেত্রে এফডিআর লিয়েন রেখে বা ১০০% নগদ মার্জিনের বিপরীতে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করার জন্য ব্যাংকে অনুরোধ করবে।

ধাপ-৩; প্রস্তাব প্রস্তুতকরণ এবং অনুমোদন গ্রহণ:

- আর্থিক বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রস্তাব প্রস্তুতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা।

ধাপ-৪; চার্জ ডকুমেন্ট গ্রহণ:

- কাউন্টার গ্যারান্টি (ফরম-পূরণ)
- গ্যারান্টি মেয়াদোত্তীর্ণের পর মূল গ্যারান্টিটি বেনিফিশিয়ারি কর্তৃক ডিসচার্জ করে ফেরত আনার অঙ্গীকারনামা গ্রাহকের নিকট হতে গ্রহণ।
- এফডিআর লিয়েন মার্ক চিহ্নিতকরণ (যদি এফডিআরের বিপরীতে গ্যারান্টি ইস্যু করা হয়)।
- জমি বা বিল্ডিং সহজামানত হিসেবে গ্রহণ করলে মর্টগেজ সম্পন্ন করা।

ধাপ-৫; ভাউচার প্রসেস করা :

- Margin, Commission & other Charges
  Dr. Customer's A/C
  Cr. S/D A/C Margin on LG
  Cr. Income A/C commission on LG
  Cr. S/D A/C Vat on LG
  Cr. Stamp in Hand 300/-
  Cr. Postage 200/- (if any)
- Passing Liabilities Vouchers :
  Debit: Customer's Liability on LG
  Credit: Banker's Liability on LG

ধাপ- ৬; গ্যারান্টি প্রস্তুতকরণ:

- উল্লিখিত ধাপসমূহ সম্পন্ন হওয়ার পর ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক ৩০০/- টাকা নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে গ্রাহকের দাখিলকৃত প্রোফর্মায় গ্যারান্টি প্রস্তুত করে ব্যাংকের ২ জন আম-মোক্তারনামা নম্বরধারী কমকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।

ধাপ- ৭; রেজিস্টারে এন্ট্রি এবং মূল গ্যারান্টি বেনিফিশিয়ারিকে প্রদান:

- ব্যাংক কমকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরের পর গ্যারান্টি রেজিস্টারে এন্ট্রি করতে হবে।

ধাপ- ৮; মূল গ্যারান্টি ফেরত এবং মার্জিন সমন্বয়করণ:

- মেয়াদোত্তীর্ণ হলে এবং মেয়াদের মধ্যে গ্যারান্টি নবায়ন বা নগদায়ন দাবি না করলে মূল গ্যারান্টি বেনিফিশিয়ারি কর্তৃক ডিসচার্জ করত ফেরতপূর্বক মার্জিনের টাকা ফেরত নেওয়ার জন্য গ্রাহককে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
- গ্রাহকের চেষ্টার পরও যদি বেনিফিশিয়ারি মূল গ্যারান্টি ফেরত প্রদানের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তবে ব্যাংক তাগাদাপত্র প্রদানের মাধ্যমে ৭ দিন সময় দিয়ে মূল গ্যারান্টি ফেরত চাইতে পারে। এই সময়ের মধ্যে ফেরত না দিলে পরবর্তী ৭ দিন সময় দিয়ে দ্বিতীয় তাগাদাপত্র প্রদান করতে পারে।
- এরপরও এই সময়ের মধ্যে ফেরত না দিলে গ্যারান্টির ফাইল বন্ধ করে বেনিফিশিয়ারিকে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদানপূর্বক মার্জিনের টাকা গ্রাহককে ফেরত দিয়ে মার্জিন সমন্বয় করতে হবে।
- দায় সমন্বয় ভাউচার:
  Dr. S/D A/C Margin on LG, Dr. Customer A/C
  Dr. Demand Loan (Cash)
  Cr. PO issues [In favor of beneficiary]
- রিভার্সিং ভাউচার :
  Dr. Banker's Liability on LG, Cr. Customer's Liability on LG

ধাপ- ৯; ব্যাংক গ্যারান্টি বাতিলকরণ:

- গ্যারান্টির বৈধতা শেষ হলে বা গ্যারান্টির মেয়াদ শেষ হলে গ্যারান্টি বাতিল করা যেতে পারে। গ্যারান্টি বাতিল করতে সুবিধাভোগীকে অবশ্যই গ্যারান্টির মূল কপি ডিসচার্জ করে ব্যাংক বরাবর জমা দিতে হবে এবং ব্যাংকের নিকট গ্যারান্টি বাতিল করার জন্য অনুরোধ করতে হবে। গ্যারান্টি একবার বাতিল হয়ে গেলে গ্যারান্টির বিপরীতে আর কোনো দায় থাকে না।
- ব্যাংক গ্যারান্টি যেসব কারণে বাতিল হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো- গ্যারান্টির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে যে চুক্তির বিপরীতে গ্যারান্টি ইস্যু করা হয় চুক্তির সুবিধাভোগীরা যৌথভাবে সম্মত হয়ে গ্যারান্টি বাতিল চাইতে পারে।
- উপরোক্ত কারণ উল্লেখ করে গ্যারান্টি প্রদানকারী ব্যাংক বরাবর আবেদন করলে উক্ত গ্যারান্টর ব্যাংক গ্যারান্টি বাতিল করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- দায় সমন্বয় ভাউচার:
  Dr. S/D A/C Margin on LG, Cr. Customer A/C
- রিভার্সিং ভাউচার :
  Dr. Banker's Liability on LG
  Cr. Customer's Liability on LG

সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের ধাপসমূহ: ফ্লোচার্ট

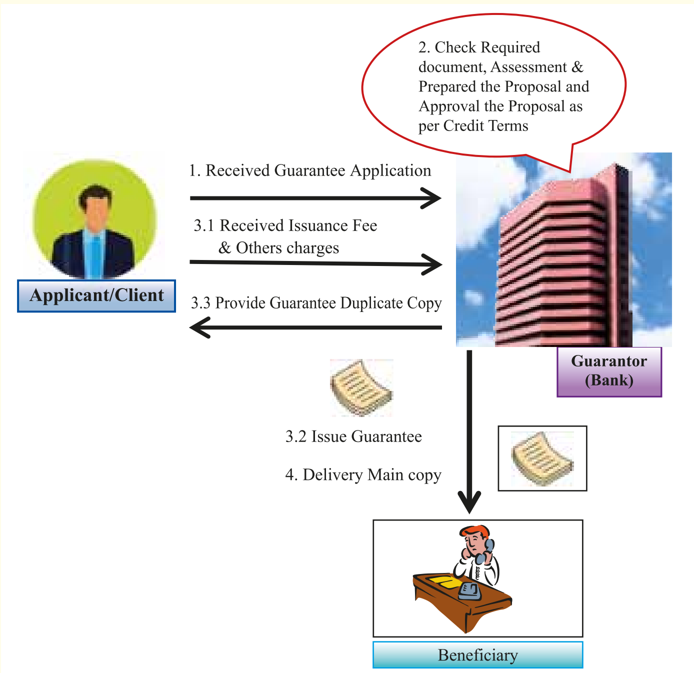

পানিতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা

মুহঃ ফজলুর রহমান সিএসপি
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
জনতা ব্যাংক পিএলসি.

সুনামগঞ্জ জেলার টাঙ্গুয়ার হাওরে জনতা ব্যাংকের প্রিন্সিপাল অফিসার মোহাম্মদ আলী আহসান (বয়স ৩৯ বছর) পানিতে ডুবে মারা যান। সুনামগঞ্জে ভ্রমণকালীন তার সঙ্গী-সাথীদের থেকে জানা যায় যে, তিনি নৌকা থেকে পানিতে লাফ দেন এবং কিছুক্ষণ হাওরের পানিতে সাঁতার দেন। এক সময় তিনি ডুবে যান এবং নিজের চেষ্টায় আর ভেসে ওঠেননি। দুই-আড়াই ঘণ্টা পরে তার প্রাণহীন শরীরটাকে খুঁজে পাওয়া যায়। ডাক্তার সাহেব ডেথ সার্টিফিকেটে লিখেছেন- পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। এটুকু পর্যবেক্ষণ লেখার জন্য ডাক্তার হওয়া লাগে কি?

অনুমান করছি, মরহুম আলী আহসান-এর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। মাসল ক্র্যাম্প (মাংসপেশীর সংকোচন)-এর জন্য হাত-পা নাড়াতে অক্ষম হয়ে গেলে ডুবে যাওয়াই নিয়তি। তবে এই ডুবে যাওয়া নিয়তি হবে না, যদি পাশে সাঁতার-জানা কেউ থাকে ডুবন্ত মানুষটিকে তিনি ভেসে থাকতে সাহায্য করবেন। শর্ত থাকে যে, নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই এই সহযোগিতা দেয়া সম্ভব, নচেৎ উভয়েই বিপদগ্রস্ত হবেন। নৌকা থেকে একটি লাইফ সাপোর্ট, কমপক্ষে মোটর গাড়ির চাকা ছুঁড়ে দিলে, নৌকায় টেনে আনার জন্য দড়া-দড়ি কিংবা শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা গিট্টু দিয়ে লম্বা করা হলে দড়ার বিকল্প হিসেবে কাজে লাগবে। নৌকায় লগি থাকেই; ভেসে থাকার জন্য এরকম বাঁশ-লগি ইউজফুল হতে পারে। প্রথম করণীয় হবে ডুবন্ত মানুষটির মাথা ও অন্তত একটি হাত-গাড়ির চাকার ভেতরের গোলাকার ফাঁকা স্থান দিয়ে বের করে চাকার সাথে বেঁধে ফেলা। নৌকার সহযোগীরা মানুষটিকে টেনে নিয়ে নৌকায় তুলবেন।

মাসল ক্র্যাম্প-এর শিকার হতে হতে আমি একবার বেঁচে যাই, সাঁতার-জানা হুঁশ-জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ আমার পাশে ছিলেন বলেই। সেটা ছিল ১৯৬০ সাল; বর্তমান কলমীলতা বাজার- তখন নাম ছিল আওলাদ হোসেন মার্কেট-এর উল্টো পাশে ছিল। লালদীঘি, বেশ বড়সড় পুকুর বা দীঘিকা। তখন আমি ম্যাট্রিক পাশ দিয়ে কলেজে পড়ি; বাড়ীর পুকুরে এক-দেড় ঘণ্টা সাঁতরাতে পারি। সুতরাং পানিতে নেমে পড়া কোনো ব্যাপার? দীঘির প্রস্থ বরাবর এপার-ওপার করব স্থির করলাম এবং সাঁতার দিচ্ছিলাম; দীঘির মাঝ বরাবর গিয়েই হঠাৎ পায়ে ঝিঁঝিঁ লাগল-একটি পা নাড়াতে পারছিলাম না। একহাত তুলে অসুবিধার কথা জানালাম। পাশের বয়স্ক মানুষটির সহায়তায় আমি দীঘির পাড়ে এসে পৌঁছলাম।

লেখাপড়া করে পরবর্তীতে শিখলাম এবং স্টেডিয়ামসংলগ্ন সুইমিংপুলে প্র্যাকটিস করতে গিয়ে জানলাম যে, পানিতে নামার আগে ওয়ার্ম-আপ করা ফরজ কাজ। হালকা ব্যায়াম করে শরীর পানিতে ভেজাতে হয়। তারপর পানিতে নামতে হয়। বিদেশে দেখেছি, সাঁতার প্রশিক্ষক এবং কখনও ডাক্তার শারীরিক অবস্থা চেক করে থাকেন। বয়স্কদের ক্ষেত্রে- বয়স ত্রিশ বছরের বেশি হলেই রক্ত চাপ ও হার্ট রেট দেখেন তারা ব্যায়ামের আগে ও পরে।

বাঙ্গালী মুসলমানদের স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান কম- এ রকম বিবেচনা সমাজ-শরীরে বহমান আছে অনেক আগে থেকেই। বেহুঁশকালের অথবা মনোযোগহীনতার (ADD- Attention Deficiency Disorder) প্রভাবে মুখের কথা নিয়ে কোনো কোনো জেলার মানুষকে ঠাট্টা, বিদ্রুপ তথা রঙ্গ-ব্যঙ্গ গল্পের চল আছে। এসব গল্প আমাদের স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞানের ঘাটতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান চাহিদা করে যে, পানিতে নামার আগে প্রস্তুতি নেয়া আবশ্যক। ডাঙা এবং পানির মধ্যে তাপমাত্রার তফাৎ শরীরের উপর ক্রিয়া করে। Temperature Difference বেশি হলে শরীরে রক্ত চলাচলের স্বাভাবিক গতি হ্রাস পায় এবং মাংসপেশীর সাথে সাথে সুক্ষ্ম রক্তনালিসমূহের সংকোচনে ভূমিকা রাখে। এসব শারীরিক পরিবর্তন যেন ধীরে হয়, সেজন্য শরীরে হালকা ম্যাসাজ করে নেয়া উপকারী, বিশেষ করে আঙুলের নখ ও মাথা এবং হাত-পায়ের তালু। নৌকাতে জীবন রক্ষাকারী লাইফ বোট থাকা আবশ্যক। কেউ যদি পানিতে ডাইভ দিতে চান, সেক্ষেত্রে ডাইভ দেয়ার আগে পানির গভীরতা, কত উঁচু থেকে ডাইভ দেয়া হচ্ছে, পানির উপরের সেই উচ্চতা, ব্যক্তির ওজন এসব বিবেচনায় রাখতে হবে। পানিতে চলাচল ডাঙায় হাঁটা-চলার চেয়ে অনেক আলাদা এই বুঝ থাকা চাই। পায়ে, হাতে ঝিঁ ঝিঁ লাগলে ডাঙায় উঠে বসে বা শুয়ে পড়া সমীচীন। শুকনো তোয়ালে (খরখরে তোয়ালে হলে ভাল হয়) দিয়ে হাতে-পায়ে প্রয়োজন মতো চাপ দিয়ে ঘষতে হবে। সাঁতারু নিজ বিবেচনা প্রয়োগ করে সাবধানতা অবলম্বন করবেন।

উপরে যে বয়ান লেখা হ'ল- সে আদলে অনেক বিস্তৃত প্রশিক্ষণ হয় ফায়ার ব্রিগেড কর্মকর্তাগণ ও স্টাফদের। তারা ডুবুরীর কাজ করতে পারেন। ডুবে যাওয়া মানুষদের উদ্ধার করতে তাদের দক্ষতা পদোন্নতির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বিবেচ্য হয়।

এই ক্ষুদ্র রচনার পাঠক/পাঠিকা মেহেরবানী করে বিবেচনা করুন, প্রচুর নদী-নালা, হাওড়-বাওড়, লেক, অসংখ্য দীঘি, পুকুর, পুষ্করিণী ভরা এই দেশে খুব কমসংখ্যক মানুষ সাঁতার জানেন যারা পাঁচ, দশ, পনেরো, বিশ, তিরিশ মিনিট পানিতে ভেসে থাকতে পারবেন। পানিতে ডুবে প্রতিরোধযোগ্য শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বাংলাদেশে যত বেশি ততটা পৃথিবীর আর কোনো দেশে নয়। লজ্জার কথা এই যে, পানিতে ডুবে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা কমাতে ইউনিসেফ এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা আমাদের নেতৃবর্গ এবং আমলাদের সাথে দেন-দরবার করেন। আমাদের ভাবনা কী রকম? শিশু আমাদের; মৃত্যুও আমাদের; আমরা বীরের জাতি; জীবন-মৃত্যু আমাদের পায়ের ভৃত্য। আমরা কি মৃত্যুকে পরোয়া করি? আমাদের চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন 'নিরাপদ সড়ক চাই' আন্দোলন করে জীবনের অনেকটাই পার করে দিলেন। সড়কে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু আমাদের দেশের মতো আর কোথাও আছে? সড়কের কথা আলাদা করে কোনোদিন বলতে পারব। পুনরায় পানিতে ফেরত যাই। স্থল ভাগের পানির উৎসগুলি যেমন- নদী, খাল, বিল, হাওড়, বাওড়, দীঘি, পুকুর, পুষ্করিণী বাদে বেশ কিছু মানুষ মারা যাচ্ছেন সমুদ্রে।

সমুদ্রে গোসল করতে নেমে কিংবা মাছ ধরা নৌকা, সাম্পান, ট্রলার, স্পিডবোট, লঞ্চডুবিতে আধ-ঘণ্টা/এক ঘণ্টা ভাসতে না পারার কারণে ডুবে মারা যাচ্ছেন বাংলাদেশীরা। কেবল বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর এমন কোনো সমুদ্র সৈকত নেই যেখানে বাংলাদেশী মানুষ পানিতে ডুবে মারা যায়নি। পতেঙ্গা, কক্সবাজার থেকে শুরু করে সিংহল, মালয়, ভূ-মধ্যসাগরের চারপাশের দেশগুলোতে চাকুরির খোঁজে ইউরোপে ঢুকতে গিয়ে বাংলাদেশীরা নিয়মিত মারা যাচ্ছেন। যেসব বদমাশ, বজ্জাত আদম ব্যবসায়ী বিদেশে চাকুরির লোভ দেখিয়ে চাকুরিপ্রার্থীদের ভাঙাচোরা নৌকায় ভূমধ্যসাগরে ভাসিয়ে দেন- যাত্রীগণ সাঁতার কেমন জানেন তারা কি সেকথা জিজ্ঞাসা করেন? নিশ্চিতভাবে বলা যায় এসব নৌযান বীমাকৃত নয়- ফলে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর জন্য কোনো বীমার বেনিফিট তাদের পরিবার পায় না।

মোটা দাগে বলা যায় যে, পানিতে অপঘাত মৃত্যুর বেশির ভাগই নিজেদের হুঁশ-আন্দাজ কম থাকার কারণে ঘটে থাকে। হুঁশ-আন্দাজ বাড়ানোর জন্য এমন আবশ্যিক নিয়ম করা যায় যে, সাঁতার জানা এবং তিরিশ মিনিট পানিতে ভেসে থাকতে না পারলে এসএসসি/দাখিল পরীক্ষা দেয়া যাবে না। স্কুলের সিলেবাসে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবিধি (Hygiene) কারিকুলামের অংশ হিসেবে আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এবং আবশ্যিক পরীক্ষার অংশ হতে হবে। ব্যক্তিগত সুরক্ষাকে সামষ্টিক সুরক্ষার ভিত্তিমূল হিসেবে দেখা যায়। আমাদের বোধের পাটাতনে এই বুঝ থাকা চাই যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সুরক্ষা সমাজ-শরীরে সামগ্রিক সুরক্ষাকে নিশ্চিত করে।

মরহুম মোহাম্মদ আলী আহসান-এর মৃত্যুতে শোক ও সমবেদনা জানাই। তাঁর পরিবার যেন শোককে সামলে উঠতে পারেন সেজন্য দুআ করি। আমীন।

জনতা ব্যাংক পরিবারের জন্য বার্তা

- জনতা ব্যাংকের মন্দঋণকে আমরা ডুবন্ত মানুষের প্রতীক হিসেবে দেখতে পারি। একটি মন্দঋণ অনেক ঝুঁকি সৃষ্টি করতে সক্ষম। ঋণকেস প্রসেসিংয়ের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ব্যাংকের সুরক্ষার বিষয়গুলি সংশ্লিষ্টদের নজরদারিতে রাখতে হবে। ইসলামের নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) নবুয়তের পূর্বে বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ইয়েমেন থেকে রেশমি বস্ত্র ক্রয় করে সিরিয়াতে বিক্রয় করেছেন। তাঁর ব্যবসা লাভজনক ছিল। জনতা ব্যাংক পিএলসি-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যাদের অধিকাংশ নবী (সাঃ)-এর উম্মত; তারা কেন লোকসানের ব্যবসা করবেন?
- আপনাদের সন্তানদের সাঁতার শেখানোর জন্য তৎপর হোন।

প্রশিক্ষণ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন বিষয়ে কর্মশালা

জনতা ব্যাংক পিএলসির ঊর্ধ্বতন নির্বাহীদের (জিএম) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন বিষয়ে অধিকতর সচেতন করার লক্ষ্যে ৩১ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকায় দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ব্যাংকের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আব্দুল জব্বার প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের ২ জন যুগ্ম পরিচালক, জনতা ব্যাংক পিএলসির প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) এবং উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (DCAMLCO) বক্তব্য রাখেন।

দিনব্যাপী ওয়ার্কশপে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ, ট্রেড বেইজড মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ, বিগত দিনগুলোতে ঘটে যাওয়া আর্থিক অনিয়মসমূহের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান এবং সেসব অনিয়ম দূরীকরণে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেত সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

ফাউন্ডেশন কোর্স ফর অফিসার্স (ব্যাচ-৫/২৪, ৬/২৪ ও ৭/২৪)

২০২৪ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকার আয়োজনে জনতা ব্যাংকের নতুন কর্মকর্তাদের জন্য ফাউন্ডেশন কোর্স ফর অফিসার্স (ব্যাচ-৫/২৪, ৬/২৪ ও ৭/২৪) সম্পন্ন হয়েছে। জনতা ব্যাংক পিএলসির তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আব্দুল জব্বার ভিন্ন ভিন্ন তারিখে ৩০ কর্মদিবসব্যাপী এসব প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রত্যেক ব্যাচের ৫০ জন করে মোট ১৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকার ডিজিএম (স্টাফ কলেজ ইনচার্জ) আহমাদ মুখলেসুর রহমান এবং অন্যান্য নির্বাহী ও অনুষদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা

জনতা ব্যাংক পিএলসির নির্বাহীদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতন করতে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকায় দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ব্যাংকের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আব্দুল জব্বার প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের ২ জন যুগ্ম পরিচালক, জনতা ব্যাংক পিএলসির প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা এবং উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা বক্তব্য প্রদান করেন।

ম্যানেজার্স ইন্ডাকশন কোর্স

জনতা ব্যাংক পিএলসির সদ্য সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আব্দুল জব্বার জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা আয়োজিত ২০ কর্মদিবস ব্যাপী ম্যানেজার্স ইন্ডাকশন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন। কোর্সে জনতা ব্যাংক পিএলসির ২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকার ডিজিএম (স্টাফ কলেজ ইনচার্জ) আহমাদ মুখলেসুর রহমানসহ অন্যান্য নির্বাহী ও অনুষদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের আসামে আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতায় রানার আপ সৈয়দ মাহফুজুর রহমান ইমন

সম্প্রতি ভারতের আসাম প্রদেশে ২য় করিমগঞ্জ আন্তর্জাতিক ফিদে রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায় জনতা ব্যাংক কর্মকর্তা ফিদে মাস্টার সৈয়দ মাহফুজুর রহমান ইমন রানার আপ হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ দাবা দলের পক্ষে অংশগ্রহণ করে ১০ ম্যাচে অপরাজিত থেকে ৮ পয়েন্ট পেয়ে রানার আপ হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করে পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন ২০,০০০ (বিশ হাজার) রুপি ও ক্রেস্ট। এ প্রতিযোগিতায় ভারতের সোরাম রাহুল সিংহ ইমনের চেয়ে মাত্র ০.৫ পয়েন্ট বেশি অর্থাৎ ৮.৫ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। উল্লেখ্য, গত ২২-২৭ জুন ২০২৪ পর্যন্ত ১০ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে বাংলাদেশ ও স্বাগতিক ভারতের ৮৭ জন খেলোয়াড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। সৈয়দ মাহফুজুর রহমান ইমন বর্তমানে জনতা ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টে সিনিয়র অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। তার এ সাফল্যে জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

উদ্বোধন

নতুন ভবনে নয়ারহাট শাখা, ঢাকার কার্যক্রম শুরু

ঢাকা জেলার সাভারের নয়ারহাট বাসস্ট্যান্ডের এসএ টাওয়ারের ২য় তলায় জনতা ব্যাংক পিএলসি. নয়ারহাট শাখা, ঢাকা আধুনিক ব্যাংকিয়ের সকল সুবিধা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছে। ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ ফয়েজ আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নতুন এ শাখার ব্যাংকিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তরের মহাব্যবস্থাপক মোঃ একরামুল হক আকন এবং রিসার্চ অ্যান্ড প্ল্যানিং ডিভিশনের মহাব্যবস্থাক আরিফ আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তরের ডিজিএম মোঃ আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শাখার গ্রাহক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংক পিএলসি. দর্শনা শাখা, খুলনা নতুন ভবনে স্থানান্তর

গ্রাহক, অতিথি ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসি. দর্শনা শাখা, খুলনার ব্যাংকিং কার্যক্রম নতুন ভবন বাগদাদ মার্কেটের ২য় তলায় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। শাখার স্থানান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন জনতা ব্যাংক পিএলসি. বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনার মহাব্যবস্থাপক মোঃ আবদুর রাজ্জাক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আশরাফুজ্জামান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এরিয়া অফিস, চুয়াডাঙ্গা, মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, জনতা ব্যাংক পিএলসি. বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা এবং কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বিডি) লিমিটেডের নির্বাহী কর্মকর্তাগণ।

শাখা স্থানান্তর

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪
বিডিএমডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

পুরাতন ঠিকানা	নতুন ঠিকানা
নয়ারহাট শাখা, ঢাকা গ্রাম : নয়ারহাট ইউনিয়ন : পাথালিয়া থানা : আশুলিয়া জেলা : ঢাকা	**নয়ারহাট শাখা, ঢাকা** গ্রাম : নয়ারহাট ইউনিয়ন : পাথালিয়া থানা : আশুলিয়া জেলা : ঢাকা ভবনের নাম : এস এ টাওয়ার স্থানান্তরের তারিখ : ০১.০৯.২০২৪

শাখার নাম পরিবর্তন

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪
বিডিএমডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

পুরাতন নাম ও ঠিকানা	নতুন নাম ও ঠিকানা
রাঘদী শাখা, গোপালগঞ্জ গ্রাম : চরপ্রসন্নদী ইউনিয়ন : রাঘদী ডাকঘর : রাঘদী থানা : মুকসুদপুর জেলা : গোপালগঞ্জ ভবনের নাম : কামরুল ভবন ভবন মালিকের নাম : মোঃ কামরুল হাসান	**টেকেরহাট উত্তরপাড় শাখা, গোপালগঞ্জ** গ্রাম : চরপ্রসন্নদী ইউনিয়ন : রাঘদী ডাকঘর : রাঘদী থানা : মুকসুদপুর জেলা : গোপালগঞ্জ ভবনের নাম : কামরুল ভবন ভবন মালিকের নাম : মোঃ কামরুল হাসান নাম পরিবর্তনের তারিখ : ১০.০৭.২০২৪

ভূরুঙ্গামারী শাখা, কুড়িগ্রামে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন

জনতা ব্যাংক পিএলসি. এরিয়া অফিস, কুড়িগ্রামের আওতাধীন ভূরুঙ্গামারী শাখার ব্যবস্থাপনায় ৩ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ট্রাফিক দপ্তরের প্রধান ড. মোঃ হারুনুর রশীদ, উপসচিব, পরিচালক (ট্রাফিক)। আরও উপস্থিত ছিলেন সোনাহাট স্থলবন্দরের প্রধান মোঃ আতিকুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক), ভূরুঙ্গামারী শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ জাহিদ হাসান ও শাখার অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সোনাহাট স্থলবন্দর প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ফলদ, বনজ, ঔষধি ও শোভাবর্ধনকারী ১১৮টি বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয়।

চলে গেলেন যারা

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪
এইচআরডিডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

নাম ও পদবী : মোঃ মাজেদুল ইসলাম, প্রিন্সিপাল অফিসার
যোগদান তারিখ : ০৩.০২.২০১৩
মৃত্যু তারিখ : ২৩.০৭.২০২৪
শেষ কর্মস্থল : উলিপুর শাখা, কুড়িগ্রাম

নাম ও পদবী : মোঃ বাবুল হোসেন, সাপোর্ট স্টাফ ক্যাটাগরি-২
যোগদানের তারিখ : ২১.০৪.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ২৫.০৭.২০২৪
শেষ কর্মস্থল : দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা

নাম ও পদবী : শেখ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র অফিসার
যোগদানের তারিখ : ০১.১২.১৯৮৬
মৃত্যু তারিখ : ১১.০৮.২০২৪
শেষ কর্মস্থল : শরীয়তপুর শাখা, শরীয়তপুর

নাম ও পদবী : আব্দুল খালেক, কেয়ারটেকার-পিয়ন
যোগদানের তারিখ : ০১.১২.১৯৯২
মৃত্যু তারিখ : ২৩.০৮.২০২৪
শেষ কর্মস্থল : কুমারখালী শাখা, কুষ্টিয়া

জনতা ব্যাংক পিএলসির এ সময়ের কয়েকটি আকর্ষণীয় পণ্য ও সেবা

জনতা ব্যাংক স্মার্ট অ্যাকাউন্ট ❖ মাত্র ২০০০ টাকা থেকে শুরু করে যেকোনো পরিমাণ টাকা দিয়ে মাসের যেকোনো দিন হিসাব খোলা যায়। ❖ হিসাবের সুবিধাসমূহ: * দৈনিকভিত্তিতে সুদ প্রদান * এফডিআর-এর চেয়ে বেশি মুনাফা * যেকোনো পরিমাণ টাকা যখন-তখন জমা রাখার সুযোগ * যেকোনো শাখা থেকে টাকা জমা দেওয়ার সুযোগ।

জেবি আমার সঞ্চয় আমার মুনাফা স্কিম ❖ এককালীন জমা ১ লক্ষ টাকা বা ১ লক্ষ টাকার গুণিতক ❖ হিসাবের মেয়াদ ৩ বছর ও ৫ বছর এবং সুদের হার যথাক্রমে ৯.৭৫% ও ১০.০০% ❖ হিসাবের সুবিধাসমূহ: * মুনাফা প্রতি মাসে জনতা ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকে উত্তোলনের সুযোগ * জমাকৃত টাকার বিপরীতে ঋণসুবিধা।

১ মাস মেয়াদী স্থায়ী আমানত ❖ জনতা ব্যাংক পিএলসিতে সঞ্চয়পত্রের ন্যায় ১ মাস মেয়াদী স্থায়ী আমানত হিসাব খোলা যায়।
❖ হিসাবের সুবিধাসমূহ: * লভ্যাংশ প্রতি মাসে উত্তোলন করা যায় * সুদের হার ৮.৫০% * অটো নবায়ন।

ই-জনতা অ্যাপস ❖ জনতা ব্যাংক পিএলসিতে ইতোমধ্যে কোর ব্যাংকিংয়ের সুবিধা নিয়ে বিশ্বমানের ইন্টারনেট ব্যাংকিং ই-জনতা অ্যাপস চালু হয়েছে। ❖ সেবার সুবিধাসমূহ: * এই অ্যাপসের মাধ্যমে ঘরে বসে নিজ অ্যাকাউন্টের টাকা জনতা ব্যাংক বা দেশের যেকোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রেরণ করা যায় * চেক বই ছাড়া শুধু কিউআর কোড স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে জনতা ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকে টাকা উত্তোলন করা যায় * নগদ ও বিকাশসহ অন্য ব্যাংকে ফান্ড ট্রান্সফার ও লেনদেনের সুবিধা পাওয়া যায় * যখন-তখন ব্যালেন্স চেক ও স্টেটমেন্ট পাওয়া যায়।

ই-অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ❖ জনতা ব্যাংক পিএলসির ইন্টারনেট ব্যাংকিং অ্যাপস ই-জনতার আওতায় যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে বসেই ব্যাংক হিসাব খোলা সম্ভব। ❖ সেবার সুবিধাসমূহ: * গ্রাহকের ব্যাংকে আসার প্রয়োজন হয় না * সহজে ও স্বল্প সময়ে হিসাব খোলা যায় * সহজে অ্যাকাউন্ট মনিটর করা যায়।

গ্রাহকের মন জয় করার ৫ উপায়

১. গ্রাহককে হাসিমুখে বরণ করুন: ব্যাংকারদের উচিত হাসিমুখে কথা বলা। হাসিমুখে কথা বললেই দেখবেন অপরিচিত লোকটি আপনাকে কতটা আপন করে নিচ্ছে, মন খুলে কথা বলছে। কারো মন জয় করতে হাসির চেয়ে বড় অস্ত্র পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আর নেই। যদি হাসতে না জানেন, তাহলে সেবা প্রদানের কাজ আপনার জন্য নয়।

২. গ্রাহকের সাথে সুন্দর আচরণ করুন: গ্রাহকের সাথে শালীন ও মার্জিত আচরণ করুন। তাদেরকে নিজ পরিবারের সদস্য ভাবুন। সিনিয়র গ্রাহকদের সম্মান করুন, সমবয়সীদের বন্ধু ভাবুন এবং অপেক্ষাকৃত কম বয়সী গ্রাহকের সাথে স্নেহভরে কথা বলুন। দেখবেন খুব শীঘ্রই তারা আপনার কাছের মানুষে পরিণত হবে।

৩. বিনয়ী হোন: ব্যাংকার ও বিনয় শব্দ দুটি সমার্থক। অন্যান্য চাকরিজীবীদের থেকে একজন ব্যাংকারকে অনেক বেশি বিনয়ী ও সদালাপী হতে হয়। শব্দ প্রয়োগে সংযত এবং মিষ্টি ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হলেই গ্রাহক তার প্রতি আকৃষ্ট হবে।

৪. সহজে ও স্বল্প সময়ে গ্রাহকসেবা প্রদান: স্বল্প কথায় ও স্বল্প সময়ে সেবা পেলে গ্রাহক সর্বোত্তম তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন। বর্তমান সময়ে একজন সেবাগ্রহীতা এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে ঘুরে ঘুরে সেবা পেতে অনিচ্ছুক। বিশেষ করে রেমিট্যান্স গ্রহীতাদের মূল্যবান সময় যদি অহেতুক নষ্ট করেন তাহলে পরবর্তী সময়ে তিনি আর কখনো আপনার কাছে সেবা নিতে আসবেন না।

৫. সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করা: ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীর শালীন পোশাক, শাখার পরিপাটি পরিবেশ, যথাযথ সার্ভিস ডেস্ক বিন্যাস, আলোর পর্যাপ্ততা, মনোরম দেয়ালে সুদৃশ্য ফটোগ্রাফি, অফিস কক্ষের সহনীয় তাপমাত্রা যেখানে তৃপ্তি সহকারে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়- গ্রাহক সাধারণত এমন পরিবেশ পেলে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। অন্যদিকে সেবার ধরন, দৃশ্যমান স্থানে টাঙানো ডিজিটাল সিটিজেন চার্টার এবং সচেতনতামূলক নির্দেশিকা থাকলে একটি শাখার পরিবেশ সবার কাছে আকর্ষণীয় বলে প্রতীয়মান হয়।

উপরোক্ত ৫টি বিষয় যথাযথভাবে অনুসরণ করলে অতি অল্প সময়েই একটি শাখার গ্রাহকসংখ্যা, আমানত সর্বোপরি মুনাফা নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাবে। শাখাপর্যায়ের এমন ইতিবাচক পরিবর্তন আমাদের প্রাণের প্রতিষ্ঠান জনতা ব্যাংক পিএলসিকে এর সফলতার শিখরে ধাবিত করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

মোঃ জসিম উদ্দিন
ব্যবস্থাপক (পিও)
দাউদকান্দি শাখা
জনতা ব্যাংক পিএলসি.

রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট, জনতা ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ৪৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০, ফোন: +৮৮-০২-৪১০৭১০২২, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-২২৩৩৮৪৬৪৪, ইমেইল: rps@janatabank-bd.com, ওয়েবসাইট: www.jb.com.bd কর্তৃক প্রকাশিত এবং জে. এম. প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, কে ওয়াই প্লাজা (৪র্থ ফ্লোর), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, ই-মেইল: jmprinters14@gmail.com হতে মুদ্রিত

আলোকচিত্রী
মোঃ আব্দুল ফাত্তাহ